ভোরের কাগজ

তারিখ AUG. 4 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

12

হোস্টেলে সিট বরাদ্দ নিয়ে ছাত্রলীগ-শিবির বিবাদ

বগুড়া মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকাল বন্ধ ঘোষণা

বগুড়া প্রতিনিধি : হোস্টেলে সিট বরাদ্দ নিয়ে ছাত্রলীগ ও ইসলামী ছাত্রশিবির এই দুই ছাত্র সংগঠনের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মুখে বগুড়া মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে আবাসিক ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যে হোস্টেল ত্যাগ করেছে।

বগুড়া মেডিকেল কলেজে এর আগে শুধুমাত্র মেধা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে হোস্টেলে সিট বরাদ্দ করা হতো। এবার কলেজ কর্তৃপক্ষ হোস্টেলে সিট নিতে আগ্রহীদের দরখাস্ত আহ্বান করেন। মেইন হোস্টেলের মোট ১২টি শূন্য সিটের জন্য ৩০টি আবেদনপত্র জমা পড়ে। এর মধ্যে মেধা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে আটজনের নামে বরাদ্দ করা হয়। এরা সবাই ছাত্র শিবিরের। এদিকে সিট বরাদ্দের ঘোষণা হওয়ার পর ছাত্রলীগ এর প্রতিবাদ জানায়। তাদের অভিযোগ হোস্টেল সুপারের সহায়তায় ঐ আটজন শিবির কর্মী সিট পেয়েছে। তারা জানায়, প্রথমবারের মতো এই আবেদন করার ব্যবস্থা চালু হলেও তা প্রকাশ না করায় সধারণ ছাত্ররা এর সুযোগ পায়নি। তারা ঐ বরাদ্দ বাতিলসহ পুনরায় দরখাস্ত আহ্বানের দাবি জানায়।

এ নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই এই দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল। গত শনিবার রাতে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়াও হয়। এর মধ্যেই গত রোববার বিকাল পৌনে ৩টার দিকে কলেজের কয়েকজন শিক্ষক বরাদ্দপ্রাপ্ত আটজন ছাত্রকে হোস্টেলে তুলে দেন।

এ ঘটনায় ছাত্রলীগ কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং বিকাল ৩টা থেকে অধ্যক্ষের কক্ষের সামনের করিডোরের দরজা বন্ধ করে সেখানে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। এ সময় শিবির কর্মীরাও হলে ও বাইরে বহিরাগতসহ অবস্থান নিয়ে থাকে। এর ফলে অধ্যক্ষসহ অন্যান্য শিক্ষক আটকা পড়ে যান। পরে ম্যাজিস্ট্রেট-বিএমএ নেতৃবৃন্দ এসেও তাদেরকে নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হয়। শেষে রাত পৌনে ১০টার দিকে অধ্যক্ষ বিক্ষোভরত ছাত্রদেরকে জানান, পরদিন (মঙ্গলবার) একাডেমিক কমিটির সভা আহ্বান করা হয়েছে। সে সভায় তাদের দাবি পুনর্বিবেচনা করা হবে। অধ্যক্ষের এই আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নিলে প্রায় পৌনে ৭ ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার পর অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণ মুক্ত হন।

গতকাল বেলা ১১টায় একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক শুরু হলে ছাত্রলীগের কর্মীরা আবারো তাদের অবরোধ করে রাখে। পরে বেলা ১টার দিকে বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার পাশাপাশি বেলা ২টার মধ্যে হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে সিট বরাদ্দের সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হয়েছে মর্মে জানানো হলে অবরোধকারীরা বেলা ২টার দিকে তাদের অবরোধ তুলে নেয়।